সমকাল

তারিখ 17 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

আশুলিয়ার দরিদ্র সায়েদকে জেএসসি পরীক্ষা দিতে দেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ

বেতন পরিশোধে ব্যর্থ

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

আশুলিয়ার জামগড়া উত্তরপাড়া জিএস পাবলিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সায়েদ আলীকে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতার দায়ে রোববার জেএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে অংশ নিতে দেননি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক রেজাউল করিম পাপ্পু। এ ঘটনায় ছাত্রের বাবা রিকশাচালক সামসুল হক বাদী হয়ে রোববার সন্ধ্যায় থানায় অভিযোগ করেছেন।

সায়েদের বাবা সামসুল জানান, তার ছেলে শিশু শ্রেণী থেকে বিদ্যালয়টিতে লেখাপড়া করছে। বিদ্যালয়টি থেকে জেএসসি পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি না থাকায় ধামরাই এলাকার বার্ণল লক্ষ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র দেখিয়ে ওই থানার কুশুরিয়া কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে জিএস পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এ পরীক্ষায় তার ছেলের রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণ বাবদ ৬ হাজার টাকা ধার্য করা হয়। দরিদ্রতার কারণে ছেলের জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে ৪ হাজার টাকা প্রদান করেন। বাকি ২ হাজার টাকা ২০ নভেম্বর দেওয়ার কথা ছিল। জেএসসি পরীক্ষা শুরু হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাড়াকৃত একটি গাড়িতে পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করত। রোববার তার ছেলে পরীক্ষা দিতে বিদ্যালয়ের গাড়িতে উঠলে স্কুল পরিচালক পাপ্পু বকেয়া ২ হাজার টাকা সায়েদের কাছে দাবি করেন। এ সময় সায়েদ ২০ নভেম্বর দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে পাপ্পু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে তিনি তার ছেলে সায়েদকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে অন্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে চলে যান। বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা কেন্দ্র অন্য থানায় হওয়ায় এবং অপরিচিত স্থান বলে সায়েদ অন্য কোনো উপায়ে কেন্দ্রে গিয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। বাসায় ফিরে এসে সে কেঁদে বিষয়টি পরিবারের লোকদের জানায়।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার সন্ধ্যায় আশুলিয়া থানার এসআই আনোয়ার হোসেন বিদ্যালয়ে গিয়ে ঘটনার সত্যতা পান এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে সায়েদের বাবা সামসুল হককে আশ্বাস দেন। এ বিষয়ে বিদ্যালয়টির সহকারী শিক্ষিকা নাসরিন আক্তার বলেন, ছাত্র সায়েদের কাছে ২ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে। তবে গাড়ি থেকে তাকে নামিয়ে দেওয়ার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।